ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনা	সামাজিক আচার বা প্রথা বিষয়ক রচনা
v) চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২)	iv) পথ্য প্রদান (১৮২৩)
vi) পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩)	v) কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (১৮২৬)
vii) গুরুপাদুকা (১৮২৩)	vi) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬)
viii) প্রার্থনা পত্র (১৮২৩)	
ix) ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮)	
x) অনুষ্ঠান (১৮২৯)	

এছাড়াও রাজা রামমোহন 'কেনোপনিষদ' (১৮১৬), 'ঈশোপনিষদ' (১৮১৬), 'কঠ ও মাণ্ডুক্য' (১৮১৭), 'মুণ্ডকোপনিষদ' (১৮১৯) অনুবাদ করেন। রচনা করেন 'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮)। তাঁর রচিত 'Bengali Grammar in the English Language (১৮২৬) গ্রন্থটি স্কুল বুক সোসাইটি রামমোহনের মৃত্যুর পরে গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে প্রকাশ করে।

সমকালীন বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা- বিতর্কের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করা, মৌলিক চিন্তাধারাকে গদ্যে প্রকাশ করা, বিষয় ও তার উপস্থাপনার গাম্ভীর্য ভিত্তিতে বাংলা গদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা রামমোহনের সবচেয়ে বড় অবদান। বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, সেই ভাষার যে একটি নিজস্ব প্রকৃতি আছে – শৈলী আছে – ব্যুৎপত্তি আছে সেটি রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার যথার্থ প্রকাশ ~~[illegible]~~ তাঁর গদ্যরচনায় নিহিত। যে গদ্যভাষা একদিন "মুখ- বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল। উপায়ের কর্তা মহাত্মা রামমোহন রায় আসিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দিলেন" ~~[illegible]~~ বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। উত্তরকালের বিদগ্ধ আলোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও যথার্থই বলেছেন:

> "বাংলা গদ্য যাঁর আদর্শে পরিপুষ্ট হয়েছিল।...
> গুরুতর তত্ত্বালোচনায় গদ্যকে ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারের মাধ্যম ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। এইজন্য তিনি (রামমোহন) বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দিক্‌নির্দেশক স্মারকস্তম্ভ রূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করিবেন।"

Scanned with CamScanner